পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'
—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা

২রা ফাল্গুন ১৩৮১ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ ইং : ৩রা সফর, ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
১৮ শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সূরা আল-কওসার (তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর)	১	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
০ হাদিস শরীফঃ আদাবে মজলিস ওসঙ্গীগণের হক	৪	অনুবাদঃ মহতরম মোঃ মোহাম্মদ,
০ অমৃতবাণীঃ সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী	৬	হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক সম্ভা
৮২তম সালানা জলসার হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌র সমাপ্তি ভাষণ	৮	অনুবাদ ,, ,,
০ জুমার খোৎবা	৯	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার
০ মজলিসে আনসারুল্লাহর সালানা ইজতেমা সুসম্পন্ন মহতরম আমীর সাহেবের মূল্যবান ভাষণ	১৩	সংকলনঃ শাহ্‌মস্তাফিজর রহমান
০ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ঢাকা বিভাগীয় সালানা ইজতেমা সুসম্পন্ন		
০ একটী জরুরী ঘোষণা		

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ৫২তম সালানা জলসা

আগামী ১৪, ১৫ ও ১৬ই মার্চ, ১৯৭৫ইং সাল মোতাবেক শুক্র, শনি, রবিবার ৪নং বক্‌শী-বাজার রোড, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাল্লাহ্। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগনের নিকট আবেদন করা যাইতেছে যে, আপনারা এই জলসাকে পূর্ণ কামিয়াব করার জন্য সাধ্যানুসারে চাঁদা দান করিবেন এবং এই মোবারক জলসার কামিয়াবীর জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন এবংযোগদান করতঃ অপরিসীম কল্যান ও সওয়াব হাসিলে যত্নবান হইবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা :

২রা ফাল্গুন, ১৩৮১বাং : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ইং : ৩১ই তবলীগ, ১৩৫৪হিজরী শামসী :

সুরা আল-কওসার

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

[হযরত মুস্‌লেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত তফসীরে কবীর হইতে সংক্ষেপিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

তরজমাঃ

১। আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি পরম দাতা এবং বার বার দয়া প্রদর্শন কারী।

২। (হে নবী!) নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রত্যেক প্রকারের প্রাচুর্য দান করিব।

৩। সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশ্যে তুমি এবাদত কর এবং কোরবাণী কর।

৪। ইহা সুনিশ্চিত যে তোমার বিরুদ্ধবাদীই পুত্র সন্তান হইতে বঞ্চিত (সব্যস্ত হইবে)।

সংক্ষিপ্ত তফসীর

নুযুল ও তরতীব : ইহা মক্কী সুরা পূর্ববর্ত্তী সুরা মা'উনের মধ্যে দূর্বল ঈমানের মুসলমান এবং মোনাফেকগণের চারটি দোষ বর্ণিত হইয়াছিল : (১) এতীম ও মিসকীন (অনাথ ও অসাহায়) ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান ও সাহায্য না করা অর্থাৎ কৃপনতা (২) নামায অনুষ্ঠানে গাফলতী (৩) লোক দেখানোর জন্য নামায পড়া, যাহা প্রকারান্তরে শিরক (৪) সামান্য সামান্য পূণ্য কাজেও বিরত থাকা এবং বাধাদান।

উহাদের মোকাবেলায় সুরা কওসারে মোমেনের চারটি সদগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে : (১) দানশীলতা ও বদান্যতা (২) নামায আদায় (৩) শুধু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই নামায অনুষ্ঠান (৪) কুরবানী পেশ করা।

এই সুরা প্রধানতঃ হযরত নবী করীম (সাঃ)এর প্রথম যুগের সহিত সম্পৃক্ত এবং

ইহা মক্কী জীবনের প্রথম ভাগেই অবতীর্ণ হয়। কিন্তু কোরআনের চূড়ান্ত এবং স্থায়ী তরতীবে উহাকে শেষের সুরা সমূহের মধ্যে রাখা হইয়াছে এবং ইহা কোরআন করীমের কামালিয়ত ও বিশেষত্ব যে, এখানেও এই সুরা পূর্বাপরের সহিত পুরাপুরী ভাবে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতেছে। কেননা কোরআনের বিস্তৃত বিষয়াবলীকে ইহাতে সংক্ষেপে একত্রে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

এই সুরা দ্বারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওতকালের প্রারম্ভেই জানানো হইয়াছিল যে, তাঁহার এন্তেকালের সময় তাঁহার নিজের এবং কোরআনের কত বড় মর্যাদা হইবে!

২। ইন্না আ'তাইনা কাল কওসার

"নিশ্চয় আমরা তোমাকে আল-কওসার প্রত্যেক কল্যানের প্রাচুর্য দান করিয়াছি।"

কওসার এর অর্থ: (১) প্রত্যেক জিনিসের প্রাচুর্য ও আতিশয্য (২) অত্যন্ত বরকত পূর্ণ ও কল্যাণময় নেতা (৩) অত্যন্ত দানশীল এবং পুন্যকে বিপুল বিস্তার দানকারী ব্যক্তি (৪) জান্নাতস্থ নহর বা নদী, যাহা হযরত নবী-করীম (সাঃ)-কে মে'রাজ সংক্রান্ত কাশফে দেখানো হইয়াছিল।

কোন কোন ব্যক্তি কাওসারের শুধুমাত্র শেষোক্ত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কেননা, প্রথমতঃ হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে কোরআন করীমের সাতটি স্তর (বতন) রহিয়াছে এবং প্রত্যেক স্তরে সাতটি করিয়া অর্থ রহিয়াছে। এতদ্বারা বুঝাযাইতেছে যে, প্রত্যেক আয়াতের ৪৯টি অর্থ আছে। দ্বিতীয়তঃ যদি আরবী অভিধানে কোন একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকে, তাহা হইলে উক্ত সমস্ত অর্থই গ্রহণ করা হইবে, যদি কোরআন নিজে উহাদের কোনটিকে রদ না করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত, কওসারের অর্থ যদি শাব্দিক ভাবে উক্ত নহর বা নদী ধরা হয়, তাহা হইলে সুরার অর্থ এই দাঁড়াইতেছে যে, "তোমাকে জান্নাতে একটি নহর দেওয়া হইল, সুতরাং তুমি তোমার রবের জন্য নামায পড় এবং কোরবানী কর। নিশ্চয় তোমার শত্রু অপুত্রক।" কিন্তু এই অর্থ পরষ্পর সামঞ্জস্য হীন। সেজন্য কেবল নিম্নরূপ অর্থই হইতে পারে যে, "তোমাকে (ইহজগতে) কওসার দান করা হইবে (আয়াতের মধ্যে মাযী বা অতীত কাল নিশ্চয়তা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আসিয়াছে)। সেজন্য (পথের বাধা-বিঘ্ন অপসারনের উদ্দেশ্যে) নামায ও দোয়া এবং কুরবানী পালন কর। (যদি তুমি তাহা কর, তাহা হইলে) তোমার শত্রুরাই অপুত্রক বা অকৃতকর্ম প্রতিপন্ন হইবে।" এতদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) কওসারের যে একটি অর্থ বলিয়াছেন, শাব্দিক ভাবে শুধু উহাতেই আয়াতের অর্থ সীমিত করা যাইতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে,

কোরআন করীমের কতক অর্থ প্রত্যেকেই বুঝিতে পারে, আর কতক অর্থ শুধু "রাসেখুনা ফিল-এলম' —জ্ঞানে পরিপক্কতা ও বুৎপত্তির অধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট গভেষনার মাধ্যমে সুপ্রকাশিত হয় এবং কোন কোন অর্থ একমাত্র নবী করীম (সাঃ)-ই বলিতে পারিতেন। জান্নাতস্থ নহর তো শুধু তিনিই অবলোকন করিয়াছিলেন। যেহেতু উক্ত অর্থ অন্য কেহ জানিতে অক্ষম ছিল সেহেতু তিনিই বলিয়া গিয়াছেন।

কোরআন করীমের মধ্যে জান্নাতস্থ নেয়ামত সমূহ সম্বন্ধে এক দিকে তো বলা হইয়াছে যে, "লাতা' লামু নাফসুন মা উখফিয়া লাহুম মিন কুররাতে আ'ইউনিন" অর্থাৎ চোখের স্নিগ্ধতা বা হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ স্বরূপ তাহাদের আমলের পুরস্কার হিসাবে তাহাদের জন্য যে নেয়ামত লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে তাহা কেহ জানে না।" আর অন্য দিকে বলা হইয়াছে, "ওয়া উতু বেহি মুতাশাবেহান," অর্থাৎ, "জান্নাত-বাসীগণ ইহ জগতে তাহারা যে কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল উহার সদৃশ নেয়ামত সেখানে প্রাপ্ত হইবে।" এতদ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) যেমন ঈমানকে আংগুরের আকারে এবং এলম বা জ্ঞানকে দুগ্ধের আকারে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তেমনি জান্নাতের মধ্যে মোমেনগণকে ইহজগতে তাহাদের কৃত নেক কাজ রূপান্তরিত করিয়া দেখানো বা দান করা হইবে। সুতরাং হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে জান্নাতস্থ যে নহর দেখানো হইয়াছিল, উহা যে জিনিষের রূপান্তর ছিল, তাহা ইহ জগতে তাঁহার লাভ করা অবধারিত ছিল। সুতরাং তাহা সেই বিষয়, যাহা কওসারের বিভিন্ন অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে।

অলোচ্য সুরার নুযুলের সময়ে (নুবওতের দাবীর প্রথম ভাগে) শক্তিশালী ও অত্যাচারী কাফেরদের মোকাবেলায় হযরত নবী করীম (সাঃ) এর বাহ্যিক ভাবে বিদ্যমান অতি অসহায় ও দুর্বল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'কওসার' তথা 'প্রত্যেক কল্যাণের প্রচুর্য' লাভ করা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। সে জন্য আলোচ্য আয়াতে মাযী বা অতীত কাল এবং 'ইন্না' শব্দ নিশ্চয়তার উপর নিশ্চয়তা নির্দ্দেশের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাকে আরো সুনিশ্চিত করিয়া দেখানোর জন্য আল্লাহতায়ালা কওসার দানের ক্রিয়াকে নিজের দিকে আরোপ করিয়াছেন (—নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে কওসার দান করিয়াছি।") 'আমি-এর স্থলে 'আমরা এজন্য বলা হইয়াছে যে, খোদা তায়ালার অধীনস্থ যাবতীয় শক্তি, ফেরেশতা, ফেরেশতা স্বভাব মানুষ এবং প্রকৃতির নিয়ম-কানুন সব কিছুকেই উক্ত উদ্দেশ্য সম্পাদনে নিয়োজিত করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

আদাবে মজলিস ও সঙ্গীগণের হক

১। "সেই মজলিস সর্বোত্তম, যাহা প্রশস্ত এবং বিস্তৃত এবং যাহাতে মানুষ প্রসারিত হইয়া বসিতে পারে।" (আবু দাউদ)।

২। "তোমরা অন্যের জায়গা দখল করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিও না। অন্যকে প্রশস্ত কর এবং প্রসারিত হইয়া বস।"

হযরত উমর (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে কেহ তাঁহাকে জায়গা দিবার জন্য উঠিলে, তিনি তাহার জায়গায় বসিতেন না।

(বুখারী)

৩। "কেহ কোন প্রয়োজনে জলসা অথবা মসজিদে নিজ স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলে, সেই স্থানের সে বেশী হকদার।" (মুস্লিম)

৪। "যদি তোমরা তিন জন থাক, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে দুই জন পৃথক হইয়া কানে কানে কথা বলিও না, যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা অন্য লোকদের মধ্যে মিশিয়া যাও। কারণ ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হইতে পারে. না জানি তোমরা তাহার নিকট হইতে কি কথা গোপন করিলে?"

(ঐ)

৫। "যে ব্যক্তি কাঁচা পেয়াজ বা রসুন খাইয়াছে সে যেন আমাদের নিকট হইতে এবং আমাদের মসজিদ হইতে দুরে থাকে (অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত মুখে কেহ যেন মজলিসে না আসে)।"

"যে ব্যক্তি কাঁচা পেয়াজ বা রসুন বা দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খাইয়াছে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে, কারণ যাহাতে মানুষের কষ্ট হয়, উহাতে ফেরেশতাগণেরও কষ্ট হয়।" (মুস্লিম)

৬। আঁ-হযরত (সাঃ) এর অভ্যাস ছিল, যখন তাঁহার হাঁচি আসিত, তখন তিনি স্বীয় হাত নিজের মুখের উপর রাখিতেন এবং যথা সম্ভব শব্দকে দাবাইয়া রাখিতেন।

(তিরমিযি)।

৭। "তোমাদের মধ্যে কাহারও হাঁচি আসিলে আলহামদোলিল্লাহ বলিবে এবং তাহার ভ্রাতা যে শুনিবে সে যেন বলে, ইয়ারহামোকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন)। হাঁচিদাতা তখন উত্তরে বলিবে, ইয়াহ্দিকুমুল্লাহো ওয়া ইউসলেহ বালাকুম (আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দিন এবং তোমার অবস্থা ভাল করিয়া দিন)।" (বুখারী)।

৮। "যে মজলিসে ফষ্টি নষ্টি ও বাজে কথা-বার্তা হয়, উহাতে কাহারও যোগদানের অপরাধ ক্ষমা হইতে পারে যদি সে উহা পরিত্যাগ কালীন এই দোওয়া করে যে, হে আমার আল্লাহ, তুমি পবিত্র ও মহান, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং আমি তোমার দিকে রুজু করিতেছি।" (তিরমিযি)।

অনুবাদ : মোঃ মোহাম্মাদ

ভক্সওয়াগন গাড়ী যন্ত্রাংশের জন্য

এন, করপোরেশন

১৬৮৪ শেখ মুজিব সড়ক
চট্টগ্রাম
ফোন—৮৩৯৩২
কেবল—"অটোস"

দ্রুত ও নিরাপদে বিদেশ হইতে স্থল, জল ও আকাশ পথে আমদানীকৃত মাল খালাশ ও পরিবহনের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

আহমদ শীপার্স এণ্ড ট্রেডার্স

৮, কাতালগঞ্জ রোড
চট্টগ্রাম
ফোন—৮৫৪২৮

চট্টগ্রাম এলে খাওয়া দাওয়ার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট

চট্টেশ্বরী রোড, চট্টগ্রাম,
আলমাস সিনেমার পাশে

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

নেক ও পুণ্যবান ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ এবং ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে সফর করা অনেক সওয়াব ও মহা পুরস্কার লাভের কারণ হয়।

"এই অধমের হস্তে বয়াত (বা দীক্ষা) গ্রহণের দ্বারা এই সেলসেলায় প্রবিষ্ট সকল খাঁটি নিষ্ঠাবান ব্যক্তির অবগতির জন্য প্রকাশ যে, বয়াত বা দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য দুনিয়ার প্রেম যেন নিষ্প্রভ হয় এবং নিজ প্রভু আল্লাহ্-তায়ালা এবং রসুল করীম (সা:)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং সংসার নির্লিপ্ততা ও আত্ম-বিলিনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে আখেরাতের সফর দুঃরূহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে না হয়। কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমার সাহচর্যে ও সংস্পর্শে থাকা এবং নিজ জীবনের একাংশ এ পথে ব্যয় করা আবশ্যকীয়. যাহাতে আল্লাহ চাহিলে, কোন সন্দেহাতীত ও সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে দুর্বলতা ও উদাশিনতা এবং শিথিলতার বিলুপ্তি ঘটে এবং 'কামেল একীন' (পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয়) জন্মিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ও অনুরাগের সৃষ্টি হইয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি সর্বদা উদগ্রীব থাকা উচিত এবং দোয়া করা দরকার. আল্লাহ্তায়ালা যেন ইহার তৌফিক প্রদান করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই তৌফিক হাসেল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝে মাঝে নিশ্চয় সাক্ষাৎ করা উচিত। কেননা বয়াতের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার পর আর সাক্ষাতের পরোয়া না রাখা এরূপ বয়াত সম্পূর্ণ বেবরকত ও আশিস বিহীন এবং একটি আনুষ্ঠানিক প্রথা স্বরূপই হইবে। এবং যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্বভাবগত দুর্বলতা বা সামর্থ্যের অভাব, অথবা সফরের দূরত্ব বশতঃ সাহচর্য্যে আসিয়া থাকার, কিম্বা বৎসরে কয়েকবার সাক্ষাতের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া

আসার সুযোগ-সুবিধা নাও হইতে পারে, (কেননা অধিকাংশের হৃদয়ে এখনও এরূপ আগ্রহ-উদ্দীপনা বিদ্যমান নহে যে, সাক্ষাতের জন্য তাঁহারা বড় বড় কষ্ট ও ক্ষতি বরণ করিতে পারেন) সেজন্য সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৎসরে কয়েকদিন জলসার জন্য নির্ধারিত হউক, যাহাতে সকল মুখলেসীন আল্লাহতায়ালা যদি ইচ্ছা করেন, তাদের স্বাস্থ্য ও অবসর থাকিলে এবং বিশেষ অন্তরায় না থাকিলে, নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হইতে পারেন। তদনুযায়ী যথাসাধ্য সকল বন্ধুর একমাত্র আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি শুনিবার জন্য এবং দোয়ায় অংশীদার হইবার জন্য উক্ত তারিখে অবশ্য উপস্থিত হওয়া উচিত।

এই জলসায় এরূপ 'হাকায়েক ও মায়ারেফ' (অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক তথ্যাদি এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী) শুনাইবার ব্যবস্থা থাকিবে যাহা ঈমান এবং মা'রেফতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।

সেই (যোগদানকারী) বন্ধুদের জন্য বিশেষ দোয়া এবং তওয়াজ্জো (আত্মসংযোগ) নিয়োজিত থাকিবে এবং সর্বাধি কৃপালু (আরহমুর রাহেমীন) আল্লাহর দরবারে যথাসাধ্যভাবে চেষ্টা করা হইবে, আল্লাহতায়ালা যেন নিজ দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ করেন ও নিজ উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কবুল করেন এবং পবিত্র পরিবর্তন ও সিদ্ধি তাহাদের মধ্যে প্রদান করেন।

একটি আনুসাঙ্গিক উপকার এই জলসাগুলিতে ইহাও হইবে যে, প্রত্যেক নূতন বৎসরে যতজন নবদীক্ষিত ভ্রাতা এই জমাতে দাখিল হইবেন তাঁহারা নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের পূর্ববর্তি উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পারিবেন এবং একে অন্যের সহিত পরিচত হইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয় ও প্রীতি এবং ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

যে ভ্রাতা মধ্যবর্ত্তিকালের এই নশ্বর ধাম ত্যাগ করিয়াছেন, এ জলসায় তাহার জন্য আগফেরাত কামনা করা হইবে।

সকল ভ্রাতাদিগকে রুহাণী ভাবে এক করার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের মধ্য হইতে শুষ্কতা ও (অপরিচয়ের) দূরত্ব এবং নেফাক (কপটতা) নিরসনের জন্য মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালার দরবারে বিশেষ (দোয়ার) চেষ্টা করা হইবে।

এই রুহাণী (আধ্যাত্মিক) জলসার আরো বহুবিধ রুহাণী ফায়দা এবং উপকারাদী রহিয়াছে, যাহা ইনশাআল্লাহুল কাদীর, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্রাতাগণের পক্ষে সমীচীন হইবে, বৎসরের প্রথম হইতেই জলসায় যোগদানের বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া এবং যদি তদবীর এবং সঞ্চয় পরায়ণতার মধ্য

দিয়া অল্প অল্প করিয়া পুঁজি সফর খরচের জন্য জমাইতে থাকেন, তাহা হইলে অনায়াসে (সফর খরচের) পুঁজি যোগাড় হইয়া যাইবে যেন বিনা পয়সাই সফরের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

("আসমানী ফায়সালা"—১৮৯১ইং)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহমদীয়া জামাতের আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)এর সমাপ্তি ভাষণ

২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৭৪ সেনে রবওয়ায় অনুষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের সালানা জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) একটি জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ভাষণের পর জলসায় যোগদানকারী প্রায় দেড় লক্ষ ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বিদায় দান করেন। উহার সংক্ষিপ্ত সার, যাহা কাদিয়ানের সাপ্তাহিক বদর পত্রিকার মাধ্যমে পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"হুজুর (আইঃ) তাঁর এই সমাপ্তি ভাষণে 'আমাদের আকীদা সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) আফজালুর রুসুল খাতামান্নাবিয়ীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ) এর সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির ও কল্পনার অতীত তাঁহার যে মোকাম, সেই মোকাম সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া বলেন যে, আমাদের আকিদা হইতেছে—হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ) তাঁহার শ্রেষ্ঠতম মোকাম এবং শাণ অনুযায়ী একই সঙ্গে বশীর অর্থাৎ সুসংবাদ দাতা এবং অন্যান্য সকলের নিকটে আলো বিতরণকারী এবং তাহাদিগকে আলোকে উদ্ভাসিতকারী। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ঐশী পরিকল্পনায় একমাত্র তাঁহারই নূর ছিল সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রগন্য, এবং এখনও রহিয়াছে, ভবিষ্যতেও রহিবে।

হুজুর আকরাম (সাঃ আঃ)-এর নূর হইতে কল্যাণ লাভ ব্যতিরেকে পূর্বেও কেহ কোনো মোকামও মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতে ও লাভ করিতে পারিবে না।"

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

৭ই জুলাই ১৯৭২ সনের ৭ই জুলাই তারিখে রবওয়ায় প্রদত্ত

আমাকে ও আপনাদিগকে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন, কুরআন করীমের আযমত (মাহাত্য) পৃথিবীতে কায়েম করিতে।

কুরআন করীম পরিত্যজ্য ও পরিত্যক্ত বলিয়া যাহাদের ধারনা, তাহাদের এই মনোবৃত্তি দূরীভূত করা এবং কুরআন প্রচারের চূড়ান্ত উন্নতি সাধন করা জমাতের মহান দায়িত্ব।

আল্লাহতালা কুরআন করীমে বলেন যে, "রাসুল (সাঃ) বলিলেন: হে আমার রব্ব, স্রষ্টা ও পালন কর্ত্তা প্রভো, আমার জাতি এই কুরআন করীমকে মাহ্জুর (পরিত্যক্ত) করিয়া তুলিয়াছে।" মাহ্জুর শব্দের মসদর (মূল ধাতু) হাজরুন। আরবী লুগাত (অভিধান ও ভাষার) দিক হইতে ইহার অর্থ, মুখ বা মন বা উভয়ের দ্বারা সম্পর্ক ত্যাগ। এই প্রকারে হাজরুন-এর তিন অর্থ। একঃ মুখে বলা যে, কুরআন করীমের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। দুইঃ মানসিক অবস্থা এরূপ হওয়া যে, কুরআন করীমের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তিনঃ মুখেও বলা এবং মানসিক অবস্থারও কার্যতঃ প্রকাশ, যেন কোনও সম্পর্ক নাই।

আল্লাহতালা বলেন, এই মহান কুরআনের সাথেও মানুষ সম্বন্ধ কায়েম রাখে না, এবং ইহাকে বর্জন করে। অথচ কুরআন করীমের আজমত ও শাণ এই যে, ইহা আপন মাহাত্যের দাবী নিজেই করে এবং প্রমাণও দেয়। কুরআন আজীম আল্লাহতায়ালার শেষ হেদায়েত এবং কামেল ও মুকম্মল শরীয়ত (ধর্ম বিধান)। ইহা ইহার আজমত সম্বন্ধে, ইহার মর্য্যদা সম্বন্ধে, কল্যাণকারিতা সম্বন্ধে, ইহার সার্ব ভৌমিকত্ব সম্বন্ধে এবং সর্বজাতির সহিত ইহার যে সম্পর্ক এবং প্রত্যেক যুগের সহিত ইহার যে সম্পর্ক, তৎ সম্পর্কে নিজেই দাবী করিয়াছে এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণিতও করিয়াছে।

কুরআন করীম এক মহাশ্চর্য ও সুন্দর দাবী এই করিয়াছে যে, মানব বুদ্ধি ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ। ইহার এই যুক্তি দিয়াছে যে, দেখ, শীর্ষ স্থানীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ প্রত্যেক বিষয়ে মতভেদ করেন। ফলে, মানুষের পারস্পারিক মতানৈক্য বিশেষতঃ ঐ সকল

মানুষ, যাহাদিগকে বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী মনে করা হয়, তাহাদের পারস্পারিক বিরোধ এ কথার প্রমাণ যে তাহাদের বুদ্ধি ত্রুটি-যুক্ত। যদি মানব বুদ্ধি অসম্পূর্ণ না হইত, তবে তাহারা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিত। ত্রুটিযুক্ত বলিয়া এবং কোন কোন সময় সেরাতে মুস্তাকীম—সোজা সরল পথ ছাড়িয়া সত্য পথ হইতে পদস্খলিত হয়, এজন্য তাহারা পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই কারণে আল্লাহ-তালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এই যুক্তিকে বার বার এবং খুব খুলিয়া নানা উপায়ে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "খোদা থাকা চাই" এবং "খোদা আছেন," কথায় মহা প্রভেদ। আল্লাহতালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানব বুদ্ধি সব চেয়ে অধিক শুধু "খোদা থাকা চাই" পর্যন্ত পৌঁছে। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধি পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিষ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীতি হয় যে, খোদা থাকা চাই। অথচ কোন কোন মানুষ বলে যে, খোদার প্রয়োজন নাই।

এখন মানুষ একটি নূতন বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। ইংরাজীতে উহাকে Science of chance (সাইন্স অব চানস্ বা আকস্মিক বিষয়ক বিজ্ঞান) বলা হয়। নাস্তিকেরা একে ত বলে যে, ইহা আকস্মিক, উহা আকস্মিক। সাত সহস্র বার বা ততোধিক বলিতে থাকে যে, "দৈবাত, দৈবাৎ"। কিন্তু তাহারা ভাবে নাই যে, চক্ষু বন্ধ করিয়া "দৈবাৎ, দৈবাৎ কিংবা আকস্মিক, আকস্মিক বলা ঠিক নয়। পরে তাহারা বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর জন্ম ও ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে চিন্তা করিল, ফলে যখন সায়েন্স অব চান্স তৈরী করিল, তখন অর্দ্ধেক বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, খোদার উপর ইমান আনিতে হইবে। সব জিনিষই আকস্মিক বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। আমি ২।১ বার এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখন পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না।

যাহা হউক, সায়েন্স অব চান্স—এর ফলে অর্দ্ধেক বৈজ্ঞানিক ঐ দলের সঙ্গে মিশিল, যাহারা বলে যে, সর্ব শক্তিমান স্রষ্টাও স্বীকার করিতে হইবে। অপর দল বলিল যে, না, খোদা মানিবার কোন প্রয়োজন নাই।

ইতিপূর্বে মসিহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালাম বলিয়াছেন যে বৈজ্ঞনিকেরা শুধু সম্ভব পরতার পর্যায়ে পৌঁছেন। কিন্তু 'থাকিতে পারেন,' এবং 'আছেন' এই দুইয়ের মধ্যে মহা প্রভেদ। খোদা আছেন, ইহা শুধু ঐ ব্যক্তিই বলিতে পারে যে খোদার প্রেম লাভ করিয়াছে এবং জীবিত খোদার সঙ্গে তাহার জীবন্ত সম্বন্ধ আছে। এহেন ব্যক্তি 'খোদা থাকিতে পারেন, বা 'থ'কা সম্ভব, পর্যন্ত গিয়া থামে না, বরং বলে যে তিনি আছেন।

যাহা হউক, এখন আমি যে কথা বলিতেছি, তাহা এই যে, মানুষের বুদ্ধির বৈষম্য ও বিরোধ

মানব-বুদ্ধির ত্রুটির মহা প্রমাণ। কারণ, মানব বুদ্ধি অসম্পূর্ণ, দোষযুক্ত ও দুর্বল না হইলে, সমস্যাবলী সম্বন্ধে তাহাদের পারস্পারিক বিরোধ থাকিতে না। আজিকার দুনিয়ায় অর্থনৈনিক অধিকার সম্বন্ধে মহা শোরগোল উঠিয়াছে। আমেরিকার শীর্ষ স্থানীয় Economist অর্থাৎ চুড়ো অর্থবিদগণ মনে করেন যে, পৃথিবীতে তাঁহাদের তুল্য বুদ্ধি আর কাহারও নাই। এক দল ত আমেরিকার প্রখর অর্থবিদদের। অন্য দল আছে রাশিয়ার। তাঁহারা বলেন যে, রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের যে বুদ্ধি, পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না।

বস্তুতঃ, তাঁহারাও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ এবং ইঁহারাও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ। উহারা আমেরিকায় বাস করেন এবং ইহারা রাশিয়ার অধিবাসী। উভয়েই জড় শক্তির ফলে নিজকে মহা বুদ্ধিমান মনে করেন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে জানেন, তাঁহাদের দ্বারাও ইহারা স্বীকার করাইয়া নেন যে, হাঁ সত্যই মহা বুদ্ধিমান, ইঁহাদের অনুগমণ করিতে হইবে।

ইহাদের মত-বিরোধ বলিয়া দিতেছে যে, বুদ্ধিই যথেষ্ট নহে—ইহা অসম্পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত ও নাকিস্। ইহার সহিত অন্য কোনো জিনিষের প্রয়োজন মানুষের।

"আকল খুদ আন্ধি হায়, গার নাইয়ারে এলহাম না হো"।

অর্থাৎ 'বুদ্ধি নিজেই অন্ধ, যদি ইলহামের প্রভাকর না থাকে।"

মূলতঃ ইহা কুরআন করীমেরই তফসীর। কুরআন করীমে আল্লাহ-তালা বলেন যে, তিনি এই কেতাব এজন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, মানুষের বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ও 'নাকিস'। ইহার ত্রুটি ও দুর্বলতা বশতঃ ইহা পরস্পর বিরোধ করে। যখন দুইটি একই রকম জিনিষের মধ্যে অনৈক্য হয় তখন একই রকম তৃতীয় জিনিষের দ্বারা সেই বিরোধ দূর হইতে পারে না। অথবা যদি দুই বুদ্ধিমানের কুস্তি হয় বা পরস্পর বিরোধিতা করেন, তখন তৃতীয় বুদ্ধিমান আসিয়া তাঁহাদের মত-দ্বন্দ দূর করিতে পারেন না। এজন্য মানুষেরা আর একটি নীতি তৈরী করিয়াছে। উহাও বড় নাকিস্ বা ত্রুটি যুক্ত। উহা হইল 'Compromise'—রফা বা আপোষ মীমাংসা নীতি। অর্থাৎ তুমি কিছু ছাড়, আমি কিছু ছাড়ি। ইহার অর্থ তোমরা স্বয়ং স্বীকার করিতেছ যে, বুদ্ধি 'নাকিস বা অসম্পূর্ণ। কারণ, কোন জিনিষ ত্রুটিযুক্ত না হইলে ত্যাগের প্রশ্নই উঠে না। ভালকে ছাড়িয়া মন্দকে কেন গ্রহণ করিবে?

বস্তুতঃ কম্প্রমাইজ নীতি যাহারা উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহারা ইহাও স্বীকার করিয়া নিয়াছে যে, তাহাদের বুদ্ধি ত্রুটিযুক্ত। এই জন্য কোন ফয়সালায় পৌঁছার জন্য নীতির কিছু কুরবাণী তুমি কর, কিছু আমি করি'। কিন্তু কুরআন করীম দাবী করিয়াছে, খোদা তায়ালা যিনি সর্বজগৎ স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনি কিরূপে তোমাদিগকে তোমাদের বুদ্ধির উপর

এই বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন যে, তোমরা সব সময় কেবল যুদ্ধ বিগ্রহই করিতে থাকিবে ? কারণ বুদ্ধি বুদ্ধিতে অনৈক্য আছে। এজন্য বলিয়াছেন, হে রসুল, আমি তোমার প্রতি এই কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষের অসম্পূর্ণ বুদ্ধি, চিন্তা ও চেষ্টার ফলে যখন অনৈক্য উপস্থিত হয়, তখন ইহা তাহা দূর করিয়া দেয়। বুদ্ধি বুদ্ধির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধকে আল্লাহ্ তায়ালার ইলহাম দূরিভূত করিতে পারে। কারণ উহা 'আল্লামুল-গুয়ুব' —সর্বজ্ঞ খোদার প্রস্রবন হইতে প্রবাহিত হয়।

আমরা কুরআন করীমের আজমত জানিতে পারিয়াছি। শুধু ইহাই নয় যে, আমরা কুরআন করীমের আজমত, ইহার মাহত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছি, উহার সহিত পরিচিত হইয়াছি, বরং আমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে যে আমরা সমগ্র পৃথিবী বাসীর হৃদয়ে কুরআন করীমের আজমত কায়েম করি। যদি আমরা তাহা না করি, তবে আমাদের ব্যক্তিক ও সামূহিক জীবন সম্পূর্ণ নিরর্থক। কুরআন করীমের প্রচার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লা আহমদীয়া জমাআতকে শক্তি দিয়াছেন। আল্লাহ-তা'লা মহা অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার খেলাফতের পূর্বে বিরাট কার্য সাধন হইয়াছে। হজরত খলিফা আউওয়াল রাজি আল্লাহু আনহু এবং হজরত খলিফা সানী রাজি আল্লাহু আনহু এক্ষেত্রে জগৎ-জোড়া মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন।

কুরআন করীমের প্রচারের দিক দিয়া আমার উপর এবং আপনাদের উপর একটি দায়িত্ব আছে এবং তাহা এই মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে, যাহা —"রসুল বলিলেন : হে রব্ব, আমার জাতি এই কুরআনে সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়াছে" —বাণীতে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, কুরআন করীমকে মহজুর-মৎরূক—পরিত্যক্ত মনে করার মানসিকতার পরিবর্তন সাধনের দায়িত্ব আহমদীয়া জমাআতের উপর ন্যাস্ত। কারণ হজরত মসিহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস-সালাম বলিয়াছেন যে, ইসলামের প্রথম যুগ - হেদায়েতের সম্পূর্ণতা সাধনের যুগ ছিল এবং আখেরী যুগ (ইসলামের নাশয়াতে সানীয়া) হেদায়েতের বিস্তার সাধনের জন্য নির্দিষ্ট। কোন কোন ব্যক্তি খামাকা চক্ষু বন্ধ করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। অথচ হজরত মসিহ মওউদ আলইহেস সালাতু ওয়াস-সালামের মোকাম হইল 'ফানা-ফি-মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমন্বিত মোকাম। আঁ হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রেমে কেহও তাহার সত্বাকে এমন ভাবে বিলীন করে নাই, যেমন হজরত মসিহ মওউদ আলাইলেস সালাম তাঁহার সত্বাকে বিলীন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

[বদর, কাদিয়ান, ভারত, ২৮।৩ ৭৪ইং]

অনুবাদঃ —এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

বিশেষ শুভ সংবাদ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই শুভ সংবাদ জানাইতেছি যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসা, যাহা ১৪, ১৫ ও ১৬ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে, ইহাতে হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব ও দুইজন মোবাল্লেগের যোগদানের অনুমতি দান করিয়াছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহতায়ালা ইহাকে সর্বাঙ্গীনভাবে বরকতময় করুন।

হুজুর আকদাস (আইঃ) অনুগ্রহ পূর্বক জলসা উপলক্ষে একটি বিশেষ পরগামও প্রেরণ করিয়াছেন, যাহা ইনশাআল্লাহ্ জলসার সময় শুনান হইবে।

জলসার কার্যকে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার প্রয়োজন। অতএব প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের ও বিশেষ সভ্যগণের উপর যে টাকা ধার্য করিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে, উক্ত চাঁদা আদায় করতঃ কেন্দ্রীয় আঞ্জুমনে সত্বর পাঠাইয়া দিয়া আল্লাহতায়ালার অশেষ অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যাঁহারা জলসায় আকিকার গরু, ছাগল বা উহার মূল্য বাবদ নগদ টাকা দিতে চাহেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।
১৫।২।৭৫

২০শে ফেব্রুয়ারী একটি মহান ঐশী নিদর্শন প্রকাশের দিন

মুসলেহ মওউদ (ইমাম মাহদী আঃ-এর প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) সংক্রান্ত মহান ভবিষদ্বাণী ও উহার পূর্ণনার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করিয়া যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত প্রত্যেক জামাতে "মুসলেহ মওউদ দিবস" উদ্‌যাপন করুন।

মুসলেহ মওউদ সম্বন্ধে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালের এলহামী ভবিষ্যৎদ্বাণীর বিবরণ

[১৮৮৬ সনের গোড়ার দিকে ইমাম মাহ্দী ও মসিহ্ মওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহতায়ালার নির্দেশক্রমে দ্বীনে-ইসলামের সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশার্থে অপূর্ব ঐশীনিদর্শন লাভের জন্য ৪০ দিন ব্যাপী নির্জনে আরাধনায় থাকিয়া দোয়া করেন।

উহার উত্তরে আল্লাহতা'য়ালা তাঁহাকে ইসলাম ও আহমদীয়তের পূর্ণ উন্নতি ও বিশ্বব্যাপী সফলতা সহ মুসলেহ মওউদ তথা মহান সংস্কারক পুত্র (অর্থাৎ, হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসিহ সানী রাঃ) সম্বন্ধে যে বিস্তারিত সুসমাচার দান করেন, উহার বিশেষ বিশেষ অংশ নিম্নে দেওয়া গেল।] —আহম্মদ সাদেক মাহমুদ

"পরম কারুণিক, পরম দাতা মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহার মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন এলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলেন :

"আমি তোমাকে এক 'করুনার নিদর্শন' দিতেছি তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী। আমি তোমার সকরুণ নিবেদন সমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়া সমূহকে করুণা সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইয়াছে বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ।

মুসলেহ মওউদের অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী...

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই ঔরসজাত তোমারই সন্তান হইবে।" "সুখী, পবিত্র পুত্র তামার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে।"

"তাহার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগননের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহু জনকে ব্যধি মুক্ত করিবে। সে কলেমাতুল্লাহ—আল্লহর বাণী। কারণ, দোখার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে। (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহান, প্রিয় পুত্র।

সত্যের বিকাশ-স্থল ও সুউচ্চ, যেন আল্লাহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমণ অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে; জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায় স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট আশিষ লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। ইহাই আল্লাহর অটল মীমাংসা। (এস্তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং)

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র এজতেমা সুসম্পন্ন

মোহতরম আমীর সাহেবের সার গর্ভ ভাষন

দুনিয়াবী সকল শিক্ষাই বৃথা, যদি না তার সঙ্গে কোরআন করীমের শিক্ষা যুক্ত হয়। পিতামাতার কর্তব্য বিবাহ দেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া।
যে ব্যক্তি নিজেকে শরীয়তের বাঁধনে বাধিয়াছে, সে আজাদ হইয়াছে।

ঢাকা, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ইং অদ্য ঢাকা নারায়ণগঞ্জ এবং তেজগাঁ জামাতের আনসারুল্লার সালানা এজতেমায় 'তরবীয়তে আওলাদ ও আনসারুল্লাহ' সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহতারম মৌলবী মোহাম্মদ (সাল্লামাহুঃ), আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া বলেন যে, দুনিয়াবী যাবতীয় শিক্ষাই সম্পূর্ণ বৃথা হইয়া যায়, যদি না তাহার সহিত শরীয়তের শিক্ষা বা কোরআন করীমের শিক্ষা যুক্ত হয়।

তাশাহুদ, তায়াউজ ও সুরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর মহতরম আমীর সাহেব কোরান করীমের 'কু আনফোসা কুম ওয়া আহলিকুম নারা' এই আয়াতো করীমাটি পাঠ করেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কেবল নিজেদেরকেই আগুন হইতে বাঁচাইলে চলিবে না, সন্তান সন্ততিদেরকেও বাঁচাইতে হইবে। একটি হাদীসের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল বিশেষ এবং তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তোমরা তোমাদের অধিনস্থদের সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলে। এবং এই দায়িত্ব শুধু আনসারদেরই নহে, খোদ্দামের মধ্যে যাহারা পিতা হইয়াছে তাহাদেরও। হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপরে ছিলে, কিন্তু তোমাদের কোরআন করিমের মারেফাতের জ্ঞান দ্বারা বাঁচান হইয়াছে। রসুল (সাঃ আঃ) এর পবিত্র জীবনের শিক্ষাকে অনুসরন করিয়া চলিতে হইবে। অন্যথায়, না আপনারা, না আপনাদের সন্তানেরা আগুন হইতে রক্ষা পাইবে। তিনি বলেন, দুনিয়াবী যাবতীয় শিক্ষাই বৃথা ও বিফল হইয়া যায়, যদি তাহার সহিত শরীয়তের শিক্ষা বা কোরআন করীমের শিক্ষা সংযুক্ত না হয়। মহতারম আমীর সাহেব বলেন, হাদীস শরীফে আছে দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংসখণ্ড রহিয়াছে, যাহার নাম দীল। এই দীল ভাল থাকিলে গোটা দেহটাই ভালথাকে, দীল খারাপ হইলে গোটা দেহ খারাপ হইয়া যায়। আপনারা এই দীলকে পরিস্কার করুন—সাফ করুন। রসুল (সাঃ আঃ) কোনো স্কুলে, কলেজে লেখা পড়া করেন

নাই। তিনি ছিলেন খোদাতায়ালার ইউনিভার্সিটির ছাত্র। তাই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। বর্তমান দুনিয়ার যে শিক্ষা তাহা দুনিয়াবী জ্ঞান-গরীমার শিক্ষা। কিন্তু, আমাদেরকে প্রথমে দীল সাফ করিতে হইবে। ইমানকে মজবুত করিতে হইবে। আমাদের নিজস্ব সেলসেলার শিক্ষাকে অনুসরণ করিতে হইবে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে হাক্কুল একীনের দর্জা তক পৌঁছিতে হইবে। সন্তান-সন্ততির তালীমের ছাঁচ কি? ইমানের, না কুফরের? প্রাত্যক শিশুই তো ইসলামের ফিৎরত নিয়া জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতাই তো তাহাদেরকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান তৈরী করে। স্বাভাবিক ইসলাম কোনো কঠিন কিছু নহে। আল্লার রহমতে আমরা এই রুহানী সেলসেলায় দাখিল হইতে পারিয়াছি। বাজারে গেলেও তো আমরা উত্তম জিনিষ কিনিতে চাই। আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে উত্তম জিনিষ দান করিব না? দুনিয়াবী শিক্ষায় তো কোনো বাধা নাই। তবে শর্ত হইতেছে, আগে দীলকে সাফ করিতে হইবে, তারপর দুনিয়াবী তালিম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই কোরআন করীমের তাকিদ।

যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জিন্দা হইয়াছিলেন। দুনিয়া জয় করিয়াছিলেন। ইসলামের সেই শিক্ষা তেমনি জীবন্ত রহিয়াছে, জাগ্রত রহিয়াছে। তেমনিই শক্তিশালী রহিয়াছে। আহমদীয়াতের শিক্ষার বদৌলতে মহতারম চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব অত বড় রাজনীতিবিদ হইতে পারিয়াছেন, অথচ তাঁহার মধ্যে রাজনীতির কোনো নেংরামী নাই। অধ্যাপক আবদুস সালাম সাহেব অতবড় বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন, অথচ তাঁহার মধ্যে বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকের কোনো নোংরামী নাই। আমাদের কবি সাকেব যিরবী এক বিরাট প্রতিভার অধিকারী। স্যার নাজিমুদ্দীন তাঁহার প্রতি এত মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিতে চাহিতেন। অথচ, তাঁহার কবিতায় তথাকথিত কোনে কল্পনা বিলাস নাই, আছে সত্যের ঝলক। পাকিস্তানে আমাদের উকীল ব্যারিষ্টাররা, আমাদের ডাক্তাররা, ব্যবসায়ীরা এবং অন্যান্য বন্ধুরা আহমদীয়াত অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষাকে সারথী করিয়া জীবনে উৎকৃষ্ট, উদাহরণ পেশ করিতেছেন। আজমায়েশ ইবতেলায় হাসিমুখে প্রফুল্লচিত্তে উত্তীর্ণ হইতেছেন। আমরা যদি মনে করি যে, ইউভার্সিটিই যথেষ্ট কোরআনের দরকার নাই, তাহলে আমরা নষ্ট হইয়া যাইব। কিন্তু যারা এই এলাহী সেলসেলায় থাকিবেন, তাঁহারা উন্নত হইবেন, অমর হইবেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রাঃ) তাঁর সায়রে রুহাণী গ্রন্থে বলিয়াছেন, যাঁহারা রূহানী মানুষ তাঁহারা কালক্রমে বড় হইতেই থাকিবে, দুনিয়াদাররা দিনে দিনে তাঁহাদের কাছে খাটো হইতে থাকিবে।

আপনারা কোন আদর্শ চান? নিশ্চয়

আখেরাতহীন দুনিয়ার আদর্শ নয়। যাঁরা আল্লার রাস্তায় মারা যান, তাঁরা মৃত নয়। তাঁদের জন্য সবাই শুভ ইচ্ছা পোষণ করেন। দরুদ শরীফের মাধ্যমে তো সেই দোয়াই করা হয়। আলে রসুলের জন্যতো সেই দোয়াই করা হয়। প্লাবণের সময় পানির ঢেউ আসিয়া যখন নূহ (আঃ)-এর ছেলেকে ডুবাইয়া দিল, তখন তিনি দোয়া করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ, আমার ছেলেকে বাঁচাও। কিন্তু জবাবে আল্লাহ বলিলেন, হে নূহ, সে তোমার সন্তান নয়। এখানে যে শিক্ষা দান করা হইয়াছে, সেই শিক্ষার কথা চিন্তা করুন! মানুষ মৃত সন্তানকে নিয়ে বসবাস করে না। হোক না সে সন্তান সুন্দর, শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুনী। তাহাকে মানুষ কবরস্থ করে। যে সন্তান খোদা-বিমুখ ধর্মোদ্রোহী, সে জীবিত নহে, মৃত। আমাদের সন্তানকে দায়েমী ও কায়েমী শিক্ষাদান করিতে হইবে। দুনিয়া অনিশ্চিত। আল্লাহর রাস্তা সুদৃঢ়, সুনিশ্চিত। একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের শিক্ষা আমাদের সামনে রহিয়াছে। আমাদের কর্তব্য সেই ছাঁচে, সেই আদর্শে নিজেদের আওলাদকে তৈরী করা। প্রথমে নিজেদেরকে ছাঁচ হিসাবে তৈরী করিতে হইবে এবং সেই ছাঁচে সন্তানকে তৈরী করিতে হইবে। নিজেরা বেহেশতের রাস্তায় চলিবেন আর সন্তান দোজখের রাস্তায়—তাহা হইতে পারে না। সন্তানের তরবীয়তের পথে প্রথম কর্তব্য মায়ের, তারপর বাপের, তারপর জামাতের। রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন—আখলাক শিক্ষা দাও। মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—আখলাক শিক্ষা দাও। রসুল (আঃ) এর শিক্ষা মানুষকে বর্ব্বর অবস্থা হইতে বা-আখলাখ ইনসানে পরিণত করে, বা-আখলাক ইনসানকে বা-খোদা ইনসানে পরিণত করে। সেই শিক্ষা আমাদের সামনে রহিয়াছে।

শিক্ষা দেওয়া এবং বিবাহের বয়স হওয়া মাত্রই বিবাহ দেওয়া বাপ-মায়ের কর্তব্য! এক বিশেষ বয়ঃসীমা পর্যন্ত সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্য থাকে, তারপরে বাপের, তারপরে জামাতের। হযরত খলীফা সানী (রাঃ) বলিয়াছেন—এই জামাত এই সেলসেলা কেয়ামত তক কায়েম থাকিবে; তিনি, এই জন্য, জামাতকে বিভিন্ন সংগঠণে ভাগ করিয়াছেন। আনসারুল্লা, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত! প্রত্যেককেই প্রত্যেকের স্থানে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। পিতা-মাতাকে নিজেদের সংগঠনে কাজ করিতে হইবে এবং সন্তান-সন্ততিকে তাহাদের সংগঠনে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু, পিতামাতারা কি তাদের কর্তব্য পালন করিতেছেন? ছেলেমেয়েদেরকে নেজামের কাজে পাঠাইতেছেন? ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজের ন্যায় নেজামের কাজে অংশ গ্রহণ করিতেছে কিনা খোঁজ লইতেছেন? আমি সকালে (উদ্বোধনী ভাষণে) বলিয়াছি, আনসারুল্লার দায়িত্ব ও গুরুত্ব অপরিসীম। আনসারুল্লাহ গোটা সংগঠনের মাথাস্বরূপ। ব্যক্তিগত

জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখুন আমাদের ষ্টেজ কি, আমরা কোথায় আছি। আপমাদের অভিযোগ ছেলেমেয়েরা কথা শোনে না। অথচ কোরআন করীম বলিয়াছে—আর রেজালো কাউয়ামুনা আলাননেসায়ে—এই আয়াত কি মিথ্যা? আপনারা নিজেদের অধিকার ও অথরিটি প্রয়োগ করুন, এ্যাসার্ট করুন। বয়েত গ্রহনের সঙ্গেই তো আপনারা দুনিয়াকেই চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। যারা সারা দুনিয়ার মোকাবেলায় খাড়া হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাদের মুখে কি এ কথা শোভা পায় যে, ছেলেমেয়েরা কথা শোনে না? আপনারা যারা পিতা, তারা নিয়মিতভাবে শুক্রবারে জুমার নামাজে আসুন—রবিবারে আঞ্জুমানে আসুন, বা-কায়দা চাঁদা দিন, বিবি বাচ্চারা দেখিলেই উৎসাহী হইবে, দেখিয়া দেখিয়া শিখিবে। ইহাতে আল্লার ফজল নাজেল হইবে, রূহানী প্রভাব সৃষ্টি হইবে। কোরআন করীমের শিক্ষায় সেদিনও যেমন যাদু ছিল, আজিও তেমনি যাদু রহিয়াছে। নিজেরা খাঁটি আহমদী হওয়ার পর ছেলেমেয়েদেরকে খাঁটি আহমদী করুন। আগে নিজেরা শরীয়তের বাঁধনে বাঁধা পড়ুন, পরে ছেলে-মেয়েদেরকে সেই বাঁধনে বাঁধুন। এই বাঁধনেই আজাদী, প্রকৃত আজাদী। অন্যথায় গোলামী, জিল্লতি। এই আজাদীই মানুষকে আরশে মোয়াল্লা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। বেহেশতে যে বেড়া রহিয়াছে—তাহা শয়তানকে প্রতিরোধ করার বেড়া। সেই বেড়ার মধ্যে অবস্থান করুন।

হে ভাই আনসারুল্লাহ,

আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। আপনারা উহা পালনে ব্রতী হউন। আল্লাহ আপন ফজল ও রহমে, আমাদের সবাইকে সেই সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন।

ওয়া আখেরুদাওয়ানা আনেল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

সংকলন : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

আধুনিক ও উৎকৃষ্টমানের বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশনাল কেবল ইণ্ডাষ্ট্রিস

২৪, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম

ঢাকা বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সালানা ইজতেমা সুসম্পন্ন

আল্লা তায়ালা'র অশেষ কৃপায় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার (ঢাকা বিভাগ) প্রথম বার্ষিক ইজতেমা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ইং রোজ রবিবার সকাল ৯টায় ইজতেমার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম জনাব মৌলবী মুহাম্মদ সাহেব। এই মহান ইজতেমায় ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন স্থানীয় মজলিস হইতে ১২০জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া বেশ কতকজন আনসার সাহেবানও ইহাতে শরীক হইয়া ইজতেমার রওনাক বৃদ্ধি করেন, এই ইজতেমার যে সকল মজলিস অংশ গ্রহণ করে তাহারা হইল ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁ, ময়মনসিংহ বেকারী বাজার, ধানী খোলা, হুসনাবাদ (ময়মনসিংহ)। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং আখাউড়া মজলিসের কয়েকজন খোদ্দাম এবং আতফাল ও অংশগ্রহণ করেন। কতিপয় নাসেরাত ও এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে।

ইজতেমার কর্ম সূচীর মধ্যে এবং ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা বিভিন্ন বোজর্গানের তরবিয়তী বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর এবং ভলিবল প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং তেজগাঁ মজলিস হইতে অংশগ্রহণ কারী খাদেম ও তিফল দুপুরের খাওয়ার জন্য রুটি ভাজি সঙ্গে লইয়া আসেন। অনেকেই ২।৩জন এমন কি আরও বেশী সংখ্যক লোকের খাবার লইয়া আসেন। তাই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কোন খরচ বা ঝামেলা করিতে হয় নাই। ভবিষ্যতে এই ধরণের সম্মেলনাদির জন্য ইহা একটি উৎকৃষ্ট নমূণা স্বরূপ।

উদ্বোধনী বক্তৃতা এবং তরবীয়তি বক্তৃতায় মোহতারম জনাব আমীর সাহেব সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তানে আহমদীগণ বিভিন্ন সংকট-জনক পরিস্থিতিতে ঈমান ও সবরের যে মহান নমুনা দুনিয়ার সামনে পেশ করিয়াছেন উহার একটি আলেখ্য তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে জমাআত এমন একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে যে ইহার বিজয় খুবই সন্নিকট। তিনি বাংলাদেশের খোদ্দামকে এই প্রেরণার অনুপ্রানিত হওয়ার আবেদন জানান। ইহা ছাড়াও জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, আমীর ঢাকা আঞ্জুমান, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সমর মুরুব্বী, আলহাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান সাহেব, নায়েব আমীর বাঃ আঃ আঃ

জনাব মৌঃ খলিলুর রহমান সাহেব নায়েব সদর বাঃ মঃ খোঃ আঃ, জনাব সাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেব, প্রমূখ বিভিন্ন তরবী-য়তি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

রাত্র আটটার সময় পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান হয়। ঢাকা মজলিস ২৩ টি নারায়নগঞ্জ, ৮টি। ময়মনসিহ ৩টি, তেজগাঁ ১টি পুরস্কার পায়।

বৎসরের উত্তম মজলিস হিসাবে নারায়নগঞ্জ মজলিসকে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৭৩/৭৪ সনে বাজেটকৃত চাঁদা পূর্ণ আদয়ের জন্য ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, বেকারী বাজার মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর (ময়মনসিংহ) প্রভৃতি মজলিসগুলিকে সনদে ইমতিয়াজ প্রদান করা হয়।

পরিশেষে মোহতরম জনাব আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে ইজতেনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ শামসুর রহমান
বিভাগীয় কায়েদ

একটি জরুরী ঘোষণা

অফিসিয়াল কাজে আড়াই মাসের জন্য মোহতরম জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিসে মুমোদ্দাল আহমদীয়া অষ্ট্রেলিয়ার পথে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ত্যাগ করিবেন। মোহতরম জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার অনুমোদন ক্রমে এলান করা যাইতেছে যে, জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের অনুপস্থিতিতে মোহতরম জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া সাহেব নায়েব সদরের দায়িত্ব পালন করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সকলের হাফিজ, নায়েব এবং হামী হউন। ওয়াস সালাম

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
মোতামেদ
বাংলাদেশ মজলিসে মোদ্দাযুল
আহমদীয়া

ইনডেন্টিং জগতে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নাম
এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী
১০৭৯, ধনিয়ালা পাড়া, ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, চট্টগ্রাম
ফোন ৮৬৫৩১
কেবল "নিজামকো"

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার

৫২তম সালানা জলসা

স্থান ঃ- আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গন

৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১

তারিখ ঃ ২৯, ৩০শে ফাল্গুন ও ১লা চৈত্র, ১৩৮১বাং
মোতাবেকঃ ১৪, ১৫ ও ১৬ই মার্চ, ১৯৭৫ইং

শুক্রবার ঃ বিকাল ঃ ৩টা হইতে ৬টা
শনিবার ঃ সকাল ঃ ৮টা হইতে ১১টা [শুধু মহিলাদের জন্য]
বিকাল ঃ ৩টা হইতে ৬টা
রবিবার ঃ সকাল ঃ ৮টা হইতে ১১টা
বিকাল ঃ ৩টা হইতে ৬টা

উক্ত সম্মেলনে মানব জীবনে আল্লাহতায়ালার প্রয়োজন ও মিলনের পথ, কোরআন করীমের ফজিলত, হযরতর মুল করীম (সাঃ আঃ)-এর কামালাত, বিশ্ব-ব্যাপী আজাব ও মুক্তির পথ, বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহা পুরুষ— ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব, এলাহী খেলাফত ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদগণ বক্তৃতা করিবেন।

এই জলসায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি কামনা করি।

উমীর আলী
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে, পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতে সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহারি বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বক্ষ চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিঈন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.